Semester 1 DSCC 1 Unit 4

Tamilakam and Sangam Literature

Tamilakam refers to the ancient geographical region of South India inhabited by the Tamil-speaking people. It broadly covered the modern states of Tamil Nadu, Kerala, and parts of Karnataka and Andhra Pradesh, including northern Sri Lanka. The Sangam Age represents the earliest historical period of Tamilakam, roughly spanning from 300 BCE to 300 CE, characterised by the flourishing of Tamil literature known as Sangam literature.Politically, Tamilakam was divided among three powerful and enduring dynasties, the Chera the Chola and the Pandya dynasties.

The Sangam was a college or assembly of Tamil poets held probably under the patronage of the chiefs or kings. We, however, neither know the number of Sangams nor the period for which they were held. It is stated in a Tamil commentary of the middle of the eighth century that three Sangams lasted for 9990 years and were attended by 8598 poets, and had 197 Pandya kings as patrons. All this is wild exaggeration. All that can be said is that a Sangam was held under royal patronage in Madurai. The available Sangam literature, which was produced by these assemblies, was compiled in c. AD 300–600. However, parts of this literature look back to at least the second century AD.

The Sangam literature can roughly be divided into two groups, narrative and didactic. The narrative texts are called *Melkannakku* or Eighteen Major Works. They comprise eighteen major works consisting of eight anthologies and ten idylls. The didactic works are called *Kilkanakku* or Eighteen Minor Works.

The narrative Sangam texts give some idea of the state formation in which the army consisted of groups of warriors, and the taxation system and judiciary arose in a rudimentary form. The texts also tell us about trade, merchants, craftsmen, and farmers. They speak of several towns such as Kanchi, Korkai, Madurai, Puhar, and Uraiyur. Of them, Puhar or Kaveripattanam was the most important. The Sangam references to towns and economic activities are corroborated by Greek and Roman accounts, and by the excavation of the Sangam sites.

Many of the Sangam texts, including the didactic ones, were written by the Brahmana scholars of Prakrit or Sanskrit. The didactic texts cover the early centuries of the Christian era and prescribe a code of conduct not only for the king and his court but also for the various social groups and occupations. These categories could have been possible only after the fourth century when brahmanas rose in number under the Pallavas. The texts also refer to grants of villages, and also to the descent of kings from the solar and lunar dynasties. Besides the Sangam texts, we have a text called Tolkkappiyam, which deals with grammar and poetics. Another important Tamil text deals with philosophy and wise maxims, and is called Tirukkural. In addition, we have the twin Tamil epics Silappadikaram and Manimekalai. The two were

composed around the sixth century. The first is considered to be the brightest gem of early Tamil literature.

ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত থেকে তামিলদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যা বলা যায় তা সঙ্গম সাহিত্য থেকেই জানা যায়। সঙ্গম বলতে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তামিল কবিদের সমাবেশ বা সংগঠনকে বোঝায়। তবে ঠিক ক'টি সঙ্গম কতদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা আমরা জানি না। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত একটি তামিল ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, অন্তত তিনটি সঙ্গম ৯৯৯০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই সমাবেশে ৮৫৯৮ জন কবি যোগদান করেছিলেন এবং ১৯৭ জন পাণ্ড্য রাজা এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তবে এইসব বর্ণনা নিশ্চিতরূপে অতিরঞ্জিত। অবশ্য সঠিক যে মাদুরাইতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সঙ্গম অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এইসব সমাবেশের ফলে উদ্ভূত সঙ্গম সাহিত্যগ্রন্থগুলি সংকলিত হয় আনুমানিক ৩০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তবে দ্বিতীয় শতকে এর কিছুটা অংশ সংকলিত হয়েছিল। সাধারণভাবে সঙ্গম সাহিত্য দু'ভাগে ভাগ করা যায়-আখ্যানমূলক এবং শিক্ষামূলক। আখ্যানমূলক সাহিত্যের অন্তর্গত গ্রন্থগুলি মেলকন্নঙ্কু বা আঠারোটি প্রধান গ্রন্থের সংকলন বলে পরিচিত। । শিক্ষামূলক সাহিত্য কীলকন্নঙ্কু বা আঠারোটি গৌণ রচনার সংকলন রূপে পরিচিত।

উপরোক্ত সাহিত্যের দু'টি শাখাতেই সামাজিক বিবর্তনের নানা স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। আখ্যানমূলক সাহিত্যে বীরগাথা জাতীয় কবিতা দেখা যায়, যেগুলিতে নায়কদের স্তুতি করা হয় এবং তাঁদের নানা যুদ্ধে ও গোহরণে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এথেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন তামিলরা ছিল পশুপালক। আখ্যানমূলক সঙ্গম সাহিত্যে রাষ্ট্রের উদ্ভব, নানা যোদ্ধা শ্রেণী, করব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এতে বাণিজ্য, বণিক, শিল্পী এবং কৃষকদের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এই সাহিত্যে, কাঞ্চী, কোর্কৈ, মাদুরাই, পুহার এবং উরাইয়ুর প্রভৃতি নগরেরও উল্লেখ আছে। এগুলির মধ্যে পুহার বা কাবেরীপত্তনম্ ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গম সাহিত্যে উল্লিখিত নগর ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কথা গ্রিক ও রোমান লেখকদের বিবরণে এবং সঙ্গম এলাকার প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে উৎখননের ফলে জানা যায়।

শিক্ষামূলক সাহিত্যসহ সঙ্গম সাহিত্যের বৃহদংশ রচনা করেছিলেন প্রাকৃত বা সংস্কৃত ভাষার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা। এই সাহিত্য গ্রন্থগুলি খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতকে রচিত। এগুলি কেবলমাত্র রাজা এবং রাজসভার সংবিধানস্বরূপ ছিল না। তা ছিল নানা সামাজিক শ্রেণী এবং পেশার মানুষেরও সংবিধানস্বরূপ। এসবই প্রচলিত হয়েছিল চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তীকালে, কেননা এসময় পল্লবদের অধীনে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল। এই সাহিত্যগ্রন্থগুলিতে গ্রামদানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং রাজাদের সূর্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সঙ্গম সাহিত্য ছাড়াও এযুগে ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র রচিত হয়, যা তোলক্কপ্পিয়ম্ নামে পরিচিত। তাছাড়া তিরুক্কুরল নামে পরিচিত গ্রন্থে দর্শন ও নীতিকথা বিষয়ে চর্চা রয়েছে। এছাড়া এ প্রসঙ্গে দু'টি তামিল মহাকাব্য সিলপ্পদিকরম্ এবং মনিমেকলাইয়ের উল্লেখ করা যায়। এই গ্রন্থ দু'টি ষষ্ঠ শতকে রচিত হয়। প্রথমটি আদি তামিল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে স্বীকৃত।